Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-I, October 2025, Page No. 25-31
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.01W.028

উইটগেনস্টাইন, ডেরিডা এবং পোস্টমডার্ন দর্শনের আলোকে ভাষা-খেলা এবং বাস্তবতা

রোজিনা খাতুন, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 09.10.2025; Accepted: 22.10.2025; Available online: 31.10.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This research paper re-analyzes the relationship between language, meaning and reality, particularly in light of the philosophical ideas of Ludwig Wittgenstein and Jacques Derrida, which have had a profound influence on subsequent postmodern philosophy. In his book *'Philosophical Investigations'*, Wittgenstein through the concept of "language games", wanted to explain that the meaning of language is not a direct reference to a specific object or experience, but is determined by its practical context. He showed that language is part of human life, and that it functions differently in different social contexts. That is the meaning of language is determined by the rules and context of language use. On the other hand, Jacques Derrida, through his theory of deconstruction, questioned the permanence, meaning, and center within language. According to Derrida's concept of "différance," language is a structure in which meaning is indeterminate and always delayed. This view presents an uncertain and multidimensional form of reality, in which truth or knowledge is not singular and definite. Based on the ideas of these two philosophers, postmodernism has become a broader philosophical and cultural movement that rejects fixed definitions of language and reality. Here, reality is a continuous construction, formed within language, and does not represent any specific truth. In the postmodern view, truth and meaning are relative, multiple, and constructed within social and cultural contexts. As a result, language becomes the only way to understand and construct reality. This article mainly analyzes how Wittgenstein's concept of language-games and Derrida's theory of deconstruction have helped to rethink the relationship between language and reality, and how these theories have served as the main philosophical foundations of postmodernism. This research article attempts to highlight the complexity and uncertainty of constructing reality through language and will inspire the reader to think in a new way that truth and reality are not actually fixed, but rather a dynamic experience formed through the continuous play of language. The three main pillars of this research article are: Ludwig Wittgenstein, Jacques Derrida, and Postmodern thinkers. Each of them analyzed the relationship between language and reality differently and revolutionized modern epistemology.

Keywords: Language-games, Forms of life, Language and reality, Deconstruction, Postmodernism

উইটগেনস্টাইনের দর্শনে ভাষা এবং বাস্তবতা:

লুডউইগ উইটগেনস্টাইন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাষা দার্শনিক, যিনি ভাষার অর্থ নির্ধারণে ব্যবহারিক প্রেক্ষাপটকে মুখ্য বিবেচনা করেন। তাঁর মতে, ভাষা হলো একধরনের "ভাষা-খেলা" (language game), যেখানে শব্দের অর্থ নির্ধারিত হয় তার ব্যবহার পদ্ধতির মাধ্যমে। অর্থাৎ, তাঁর দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক ধারণা হলো— "অর্থ মানে ব্যবহার" (Meaning is Use)। এই ধারণাটি তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Philosophical Investigations*-এ উপস্থাপন করেন। এখানে তিনি বলেন, "For a large class of cases—though not for all—in which we employ the word 'meaning' it can be defined thus: the meaning of a word is its use in the language."[1] অর্থাৎ, কোনো শব্দ বা বাক্যের মানে নির্ধারিত হয় সেটি বাস্তব জীবনে ভাষার মধ্যে কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার ভিত্তিতে, কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বা অভ্যন্তরীণ মানে দ্বারা নয়। উইটগেনস্টাইন এর আগের পর্যায়ে—যেমন তাঁর প্রথম গ্রন্থ *Tractatus Logico Philosophicus*- এ তিনি ভাবতেন যে ভাষা বাস্তবতার ছবি বা প্রতিফলন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি উপলব্ধি করেন যে ভাষার ব্যবহার অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় এবং নির্দিষ্ট নিয়ম বা কাঠামো দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই তিনি "ভাষা-খেলা" নামক ধারণা উদ্ভাবন করেন, যেখানে প্রতিটি ভাষিক ব্যবহারকে একটি খেলার মতো দেখা হয়, যার নিজস্ব নিয়ম এবং প্রসঙ্গ থাকে। যেমন, "জল দাও" এই বাক্যটি একটি অনুরোধ, "জল আছে" এটি একটি তথ্য, "জল নেই" এটি একটি অস্বীকার— এই সব বাক্যের অর্থ, তাদের ব্যবহার নির্ভর করে কীভাবে, কোথায় এবং কী উদ্দেশ্যে তা বলা হয়েছে তার ওপর। উইটগেনস্টাইন দেখাতে চেয়েছেন যে ভাষা কোনো অদৃশ্য বা বিমূর্ত মানে বহন করে না বরং তার কার্যকর ব্যবহারই ভাষার আসল দিক। ডেরিডাও এই ধারণার সঙ্গে একপ্রকার সাদৃশ্যপূর্ণ মত পোষণ করেন। যদিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি উইটগেনস্টাইনের তুলনায় অধিক র‍্যাডিক্যাল। ডেরিডা ভাষার অর্থকে স্থির নয় বরং সর্বদা স্থগিত (deferred) ও পার্থক্য দ্বারা নির্ধারিত বলে মনে করেন। পোস্টমডার্ন দার্শনিক Jean-François Lyotard-এর মতে, উইটগেনস্টাইনের ভাষা-খেলার তত্ত্ব পোস্টমডার্ন জ্ঞানের অন্যতম ভিত্তি। তিনি বলেন, "Wittgenstein's language games are paradigms of how knowledge functions in different discourses."[2] এই মন্তব্য উইটগেনস্টাইনের তত্ত্বের একটি ব্যাপক সাংস্কৃতিক প্রভাবকেও নির্দেশ করে। এইসব দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করে যে ভাষার অর্থ কোনো চিরস্থায়ী, নির্দিষ্ট বস্তু নয়; বরং তা ভাষার প্রয়োগ, সামাজিক প্রেক্ষিত এবং অর্থ উৎপাদনের খেলার মধ্য থেকেই আবির্ভূত হয়। উইটগেনস্টাইনের ভাষা ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত এই ধারণা ভাষাকে একটা গতিশীল সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখায়, যা আমাদের বাস্তবতা উপলব্ধি করার পদ্ধতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

উইটগেনস্টাইনের দার্শনিক চিন্তায় "ভাষা-খেলা" ও "জীবন যাপনের প্রণালী" (forms of life) এই দুটি ধারণা একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। Wittgenstein বলেন, "To imagine a language means to imagine a form of life".[3] অর্থাৎ, ভাষা একটি বিচ্ছিন্ন কাঠামো নয়, বরং এটি একটি নির্দিষ্ট জীবন প্রণালীর অংশ— যেখানে মানুষ কথা বলে, কাজ করে, প্রতিক্রিয়া জানায় ও সমাজের মধ্যে বসবাস করে। "ভাষা-খেলা" বলতে উইটগেনস্টাইন বোঝান যে ভাষার ব্যবহার ঠিক একটি খেলার মতো, যার নিজস্ব নিয়ম-কানুন থাকে এবং প্রতিটি খেলা বা ভাষা ব্যবহারের অর্থ নির্ধারিত হয় আলাদা প্রসঙ্গে। যেমন: "জল দাও", "ক্ষমা করো", "আমি তোমাকে ভালোবাসি", "কাল বৃষ্টি হবে"— এই সব বাক্যগুলোর নিজস্ব ভাষা-খেলা আছে এবং সেই খেলার নিয়ম, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং লক্ষ্য ভেদে অর্থ তৈরি হয়। তিনি বলেন, "We can think of the whole process of using words as one of those games by means of which children learn their native language."[4] এই খেলার ধারণা শুধুমাত্র ভাষার কার্যকর দিকই বোঝায় না বরং ভাষা কীভাবে সামাজিক জীবনের সঙ্গে জড়িত এবং বাস্তবতার গঠনেও ভূমিকা রাখে, তাও নির্দেশ করে। উইটগেনস্টাইনের মতে, ভাষা ব্যবহার একটি অভ্যাসের মতো—

---

[1] Wittgenstein, p.43
[2] The Postmodern Condition, p. 41
[3] Philosophical Investigations, p. 19
[4] Wittgenstein, p.7

যা আমরা শিখি, পালন করি এবং জীবনের প্রতিদিনকার প্রয়োগে অনুশীলন করি। এইভাবেই "ভাষা-খেলা" একটি "জীবন যাপনের প্রণালী" -র রূপ নেয়।

উইটগেনস্টাইনের ভাষা-খেলার তত্ত্ব Derrida ও Lyotard- এর চিন্তার সাথে মিলে যায় এই অর্থে যে, ভাষা কখনো একরৈখিক বা নির্ভুল নয় বরং তা বহুবিধ ব্যবহার ও পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে অর্থবহ হয়ে ওঠে। এইভাবে, ভাষা-খেলার ধারণা আমাদের শেখায় যে বাস্তবতা নিজেই ভাষার নিয়ম ও সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা গঠিত—এটি স্বতন্ত্র বা ভাষা বহির্ভূত কিছু নয়। ভাষা, সমাজ ও জীবন—এই তিনটি পরস্পরের সাথে জড়িত এবং "জীবন যাপনের প্রণালী"র এই সমগ্র পারিপার্শ্বিকতার ভিতরেই ভাষার খেলা চলে।

অর্থ বা মানে (meaning) কখনোই স্বতন্ত্র বা নির্দিষ্ট কোনো শব্দের মধ্যেই থাকে না; বরং সেটি গঠিত হয় সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং ব্যবহারিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে। উইটগেনস্টাইনের ভাষা তত্ত্বে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, "the meaning of a word is its use in the language.[5] " অর্থাৎ কোনো শব্দ বা বাক্য কোন প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে, কী উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে এবং যে সমাজে তা বলা হচ্ছে সেই সমাজের রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করে অর্থ নির্ধারিত হয়। যেমন, "আমি ঠিক আছি" এই বাক্যটি একজন ক্যান্সার রোগীর মুখে এক অর্থ বহন করে, আবার একজন ছাত্র পরীক্ষার পরে বললে তা ভিন্ন রকমের মানে দাঁড়ায়। তাই ভাষার অর্থ কখনোই ধ্রুব বা সার্বজনীন নয়, বরং তা প্রেক্ষিত ভিত্তিক এবং ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। উইটগেনস্টাইন বলেন, আমরা ভাষার অর্থ তখনই বুঝতে পারি যখন আমরা তা "জীবন যাপনের প্রণালী"- এর মধ্যে দেখতে পারি, অর্থাৎ মানুষের জীবনচর্চা ও সামাজিক অনুশীলনের মধ্যে।

ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং একটি সমাজ বা সম্প্রদায়ের বাস্তবতা কিভাবে গঠিত হয়—তা নির্ধারণেও মুখ্য ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ভাষা, শব্দচয়ন এবং ব্যাখ্যাগত কাঠামোর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট বাস্তবতার বোধ তৈরি করে। উইটগেনস্টাইন বলেন, "To imagine a language means to imagine a form of life."[6] অর্থাৎ, একটি ভাষা কেবল শব্দের গুচ্ছ নয়, বরং তা এক একটি সামাজিক জীবনের রূপ বা কাঠামো বহন করে। যখন আমরা ভাষার মাধ্যমে কোন কিছু বুঝি বা ব্যাখ্যা করি তখন আমরা সেই ভাষার নিয়ম, সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রথার ভেতর দিয়ে সেই অর্থ বা বাস্তবতা সৃষ্টি করি। উইটগেনস্টাইনের "ভাষা-খেলা" ধারণায় প্রতিটি ভাষার ব্যবহার একটি নির্দিষ্ট খেলার মতো, যেখানে নিয়ম ও ভূমিকা অনুযায়ী অর্থ নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ধর্মীয় সম্প্রদায়ে "পবিত্র" শব্দটি একটি গভীর বিশ্বাসের প্রতীক, যেখানে অন্য কোন সাংস্কৃতিক বা বিজ্ঞানভিত্তিক সম্প্রদায়ে সেই শব্দের অর্থ ততটা গুরুত্ব পায় না। অর্থাৎ ভাষা সম্প্রদায়ের বাস্তবতার কাঠামো নির্মাণ করে দেয়।

ডেরিডার দর্শনে ভাষা এবং বাস্তবতা:

জ্যাক ডেরিডা একজন ফরাসি দার্শনিক যিনি ভাষা, চিহ্ন এবং অর্থবোধের উপর তাঁর দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ *différance* শব্দটি ব্যবহার করেন, যা ফরাসি শব্দ *différer* (বিলম্ব করা এবং পার্থক্য করা) থেকে উদ্ভূত। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে শব্দটির বানান *difference* এর বদলে *différance* লেখেন, যাতে এর মৌলিক তাৎপর্য বোঝানো যায়। ডেরিডার মতে, ভাষায় অর্থ কখনোই নির্দিষ্ট বা স্থায়ী হয় না। বরং প্রতিটি শব্দ তার অর্থ অর্জন করে অন্য শব্দের সঙ্গে পার্থক্যের (difference) মাধ্যমে এবং সেই অর্থ সবসময়ই বিলম্বিত (deferred) হয়। তিনি বলেন, "The play of différance is at once the condition for possibility and the condition for the impossibility of truth."[7] অর্থাৎ, ভাষায় অর্থ নির্মিত হয় যেহেতু শব্দগুলি একে অন্যের থেকে পার্থক্যের ভিত্তিতে পরিচিত হয়, কিন্তু সেই অর্থ কখনোই চূড়ান্তভাবে ধরা যায় না, কারণ প্রতিটি শব্দ আমাদের অন্য শব্দ বা চিহ্নের দিকে চালিত করে। ফলে অর্থ একটি অন্তহীন বিলম্বের প্রক্রিয়া। ডেরিডার তত্ত্ব অনুযায়ী, ভাষায় কোনো শব্দ বা চিহ্ন তার নিজস্ব অর্থ ধারণ করে না, বরং অন্য শব্দের অনুপস্থিত উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে অর্থ তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়া ডেরিডার ভাষায় "trace" বা

[5] Philosophical Investigations, p.43
[6] Philosophical Investigations, p.19
[7] Margins of Philosophy, p. 21

"চিহ্নের চিহ্ন"—যা নির্দেশ করে অর্থের ধারা স্থির নয়, বরং প্রতিনিয়ত অন্য শব্দের সাহায্যে গঠিত এবং পেছনের দিকে ছায়ার মতো টেনে নিয়ে যায়। অর্থ মানে একটা চলমান পথ, যেখানে আমরা কখনোই চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারি না।

Jonathan Culler ব্যাখ্যা করেন, "In Derrida's theory, every term carries traces of other terms, and its meaning arises only from its difference from others and its deferral toward further terms."[8] এই প্রক্রিয়াকে ডেরিডা বলেন "endless deferral of meaning." ডেরিডা এভাবে দেখান যে, অর্থ একটি অনির্ণেয় ও পরিবর্তনশীল জিনিস, যা কখনোই পূর্ণভাবে ধরা যায় না এবং সর্বদা ভিন্ন কিছুতে রূপান্তরিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভাষাকে একটি স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য অর্থ-পরিবাহক হিসেবে দেখা থেকে সরিয়ে নেয়, বরং ভাষাকেই অর্থের অনিশ্চয়তা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরে। ডেরিডার এই তত্ত্ব উইটগেনস্টাইনের ব্যবহার-ভিত্তিক ভাষার ধারণার তুলনায় আরও বেশি বিভাজনাত্মক ও অনির্দেশ্য, কারণ ডেরিডা বিশ্বাস করেন অর্থ নির্ভর করে অনুপস্থিতির উপর এবং প্রতিটি পাঠ একটি অন্তহীন ব্যাখ্যার দরজা খুলে দেয়। এইভাবে, ডেরিডার *différance* তত্ত্ব আমাদের শেখায় যে, ভাষা শুধু বাস্তবতা প্রকাশ করে না, বরং বাস্তবতাকে প্রতিনিয়ত গঠন করে এবং সেই গঠন কখনোই শেষ হয় না। এই চিন্তা পোস্টমডার্ন দর্শনের কেন্দ্রীয় ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, যেখানে সত্য বা অর্থ কখনোই একক বা স্থির কিছু নয়।

ডেরিডা ভাষা, অর্থ এবং জ্ঞানের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। তাঁর সবচেয়ে আলোচিত সমালোচনার জায়গা ছিল **logocentrism**— অর্থাৎ, পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় একটি কেন্দ্রীভূত সত্য বা উপস্থিতির প্রতি অন্ধ বিশ্বাস। ডেরিডা দেখান যে, পাশ্চাত্য দর্শনে অর্থ বা তাৎপর্য নির্ধারণে সবসময় এক ধরণের মৌলিক "উপস্থিতি"— যেমন ঈশ্বর, আত্মা, যুক্তি, কেন্দ্র, বা কণ্ঠস্বরকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই ধারা ভাষাকে একটি স্থির ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসাবে দেখে, যার মাধ্যমে একটি 'সত্য' বা 'বাস্তবতা' প্রকাশ করা যায়। তিনি এই প্রবণতাকে **logocentrism** বলে আখ্যায়িত করেন এবং সেটি ভেঙে দেন। তাঁর মতে, কোনো অর্থই স্থির বা চূড়ান্ত নয়; বরং প্রতিটি অর্থ সবসময় অন্য কোনো চিহ্ন বা শব্দের উপর নির্ভর করে তৈরি হয় এবং চূড়ান্ত অর্থের উপস্থিতি কখনোই ধরা যায় না। ডেরিডা বলেন, "There is no outside the text."[9] অর্থাৎ, কোনো অর্থ বা বাস্তবতাকে ভাষার বাইরের কিছু হিসেবে আমরা ধরতে পারি না। ভাষা নিজেই তার অর্থ নির্ধারণ করে এবং সেই অর্থ সর্বদা বিলম্বিত ও ভঙ্গুর। এই ধারণা থেকেই ডেরিডা তাঁর বিখ্যাত ***Deconstruction*** পদ্ধতির বিকাশ ঘটান, যার মাধ্যমে তিনি দেখান, যেকোনো পাঠ বা ভাষাগত কাঠামো ভেতর থেকেই দ্বন্দ্বপূর্ণ এবং স্থির অর্থ দিতে ব্যর্থ। তিনি বলেন, ভাষা এমন একটি কাঠামো যেখানে প্রতিটি শব্দ অন্য একটি শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে অর্থ তৈরি করে কিন্তু কখনোই পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। এই দৃষ্টিকোণ ভাষার উপর ভিত্তি করে নির্মিত বাস্তবতার ধারণাকেই চ্যালেঞ্জ করে, যা logocentric দর্শনে বিদ্যমান ছিল। Jean-Luc Nancy ডেরিডার দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে বলেন, "Presence is not the foundation of meaning, but rather its most deceptive illusion."[10] অর্থাৎ, উপস্থিতির ভিত্তিতে তৈরি অর্থ একটি বিভ্রম ছাড়া কিছু নয়। ডেরিডা এই চিন্তার মাধ্যমে ভাষা এবং বাস্তবতার মধ্যে সম্পর্ককে অনির্ণেয় করে তোলেন, যা পরবর্তী পোস্টমডার্ন চিন্তায় গভীর প্রভাব ফেলে। ডেরিডার এই তত্ত্ব উইটগেনস্টাইনের ভাষার ব্যবহার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় আরও অধিক র‍্যাডিক্যাল, কারণ ডেরিডা সরাসরি যুক্তি ও মৌলিক সত্যের ভিত্তির অস্তিত্বকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেন। তাঁর মতে, বাস্তবতা একরৈখিক বা চূড়ান্ত নয়, বরং তা অনবরত নির্মিত এবং পুনঃনির্মিত হয় ভাষার ভেতরে ও ভাষার মাধ্যমে। এর ফলে, কোনো বক্তব্য বা পাঠের একক বা নির্দিষ্ট অর্থ নেই— যা পোস্টমডার্নিজমের কেন্দ্রীয় বিশ্বাসগুলোর মধ্যে একটি।

ডেরিডার মতে, বাস্তবতা কোনো পূর্বনির্ধারিত বা নির্জন সত্তা নয় যা আমাদের ভাষার বাইরে একেবারে স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল। বরং তিনি যুক্তি দেন যে, বাস্তবতা মূলত ভাষার মধ্য দিয়েই নির্মিত হয়— অর্থাৎ বাস্তবতা

[8] On Deconstruction, p. 99
[9] Of Grammatology, p.158
[10] Nancy, The Birth to Presence, p. 51

ভাষাগতভাবে গঠিত। তাঁর মতে, আমরা যে বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত, তা ভাষার গঠন ও ব্যবহারের ফল। ডেরিডার ভাষায়, "Il n'y a pas de hors-texte"— "There is nothing outside the text."[11] এই বক্তব্য দ্বারা ডেরিডা বোঝাতে চান, আমাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবতা সবকিছুই ভাষার মাধ্যমে গঠিত এবং ভাষা ছাড়া কোনো জিনিসকে 'বাস্তব' বলা যায় না। ডেরিডার চিন্তায়, ভাষা কেবল কোনো বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি নয় বরং ভাষাই সেই বাস্তবতাকে গঠন করে। তিনি দেখান, একটি বস্তু বা ধারণার অর্থ নির্ধারিত হয় অন্য চিহ্ন বা শব্দের সঙ্গে তার পার্থক্যের মাধ্যমে, আর এ পার্থক্যের ধারা কখনো চূড়ান্ত নয়। এইভাবেই অর্থ সবসময় স্থগিত থাকে যা ডেরিডা "différance" শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। এই "différance"- এর ধারণা থেকে বোঝা যায়, যেহেতু কোনো শব্দ বা চিহ্নের অর্থ কখনো চূড়ান্ত হয় না, তাই ভাষাও কখনো কোনো চূড়ান্ত বাস্তবতা হাজির করে না। এখানে ডেরিডার ভাষা ও বাস্তবতার সম্পর্ক একটি নির্মাণশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়। যেমন, Ruth Ronen বলেন, "Derrida exposes the illusion that reality precedes language and shows how language always already mediates our perception of the real."[12] ডেরিডার মতে, আমরা যেভাবে জগৎকে দেখি, ভাবি বা বুঝি তা আমাদের ভাষাগত কাঠামোর ওপর নির্ভর করে। আমাদের চিন্তা, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা, এমনকি আমাদের আত্মপরিচয়— সবকিছু ভাষার নির্মিতি।

পোস্টমডার্ন দর্শনে ভাষা এবং বাস্তবতা:

পোস্টমডার্নিজম হলো বিংশ শতকের শেষভাগে গড়ে ওঠা একটি বৈচিত্র্যময় ও বহুমাত্রিক চিন্তাধারা যুক্ত সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক আন্দোলন, যা আধুনিকতার যুক্তিনির্ভরতা, বিজ্ঞানমুখিতা এবং একক সার্বজনীন সত্য বা ন্যারেটিভের প্রতি বিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। Jean-François Lyotard পোস্টমডার্নিজমকে সংক্ষেপে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেন: "Incredulity toward meta narratives."[13] অর্থাৎ, পোস্টমডার্ন চিন্তায় কোনো একক বৃহৎ সত্য বা ব্যাখ্যার ওপর বিশ্বাস নেই; বরং এটি ভাষা, জ্ঞান, ক্ষমতা এবং বাস্তবতার বহুবিধ রূপ ও নির্মাণকে স্বীকৃতি দেয়। পোস্টমডার্ন চিন্তাবিদরা মনে করেন, 'গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ' বা 'মহাসমীকরণমূলক কাহিনি' যেমন— ইতিহাসের সার্বজনীন অগ্রগতি, বিজ্ঞানের মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান, বা যুক্তিবাদী মনুষ্যসত্তার চূড়ান্ত সত্য— এসব ধারণা বাস্তবে সংকীর্ণ এবং বিভ্রমমূলক। Lyotard তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* (1979)-এ লেখেন, "Simplifying to the extreme, I define postmodern as incredulity toward meta narratives."[14] অর্থাৎ পোস্টমডার্ন দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বাস করে না যে, কোনো একক যুক্তি বা কাহিনি সব মানব অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করতে পারে। পোস্টমডার্নিজমের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হলো সংশয়বাদীতা। এই সংশয় সার্বজনীন সত্য, ভাষার স্বচ্ছতা, মানদণ্ডের নিরপেক্ষতা, এমনকি আত্মপরিচয়ের স্থিরতা নিয়েও প্রশ্ন তোলে। এই আন্দোলন বলে, প্রতিটি সত্যই নির্দিষ্ট সংস্কৃতি, ভাষা, সময় ও ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যেই গঠিত। Michel Foucault-এর ভাষায়, "Truth isn't outside power… it is produced by virtue of multiple forms of constraint."[15] অর্থাৎ সত্য কোনো নিরপেক্ষ সত্তা নয় বরং নির্দিষ্ট ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে নির্মিত।

পোস্টমডার্নিজম ভাষাকে একধরনের গঠনমূলক ক্ষমতা হিসেবে দেখে, যা শুধু অর্থ বহন করে না বরং বাস্তবতাকেও নির্মাণ করে। ডেরিডার *deconstruction* পদ্ধতি, এবং উইটগেনস্টাইনের ভাষা-খেলা তত্ত্বও এই ধারণার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ—যেখানে ভাষার একক অর্থ নেই বরং অর্থ নির্ভর করে ব্যবহার, প্রেক্ষাপট এবং ব্যাখ্যার উপর। পোস্টমডার্ন চিন্তাধারার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, ভাষা, জ্ঞান এবং বাস্তবতা—এই সবই পারস্পরিক সম্পর্কিত এবং সাংস্কৃতিকভাবে গঠিত। Derrida, Lyotard, Foucault প্রমুখ এই ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন, যা Wittgenstein-এর ভাষা-খেলা তত্ত্বের সাথে গভীরভাবে যুক্ত। Michel Foucault এর ভাষায়, "Discourse is not simply that which translates struggles or systems of domination, but is the thing for

---

[11] Of Grammatology, p. 158
[12] Possible Worlds in Literary Theory, p. 97
[13] The Postmodern Condition, p.41
[14] Lyotard xxiv
[15] Power/Knowledge, p. 131

which and by which there is struggle."[16] ফুকোর মতে, ভাষা কেবল ভাব প্রকাশের উপায় নয়, বরং তা জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমেও রূপ নেয়। এইভাবে পোস্টমডার্ন দৃষ্টিভঙ্গি ভাষাকে বাস্তবতার নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে চিহ্নিত করে।

পোস্টমডার্নিজম এককথায় একটি মুক্তির দর্শন— যা কোনো স্থির সত্যকে নয়, বরং ভাবনার বহুবিধতাকে গুরুত্ব দেয়। পোস্টমডার্ন চিন্তাবিদদের মতে, ভাষা কেবল বাস্তবতার প্রতিফলন করে না; বরং ভাষাই বাস্তবতাকে নির্মাণ করে। এই ধারণা আধুনিক দর্শনের এক মৌলিক বিপরীত অবস্থান। আধুনিকতা বিশ্বাস করে যে ভাষা একটি মাধ্যম মাত্র, যার মাধ্যমে আমরা বাস্তবতাকে বুঝি বা বর্ণনা করি। কিন্তু পোস্টমডার্ন দর্শনে ভাষা কেবল একটি যোগাযোগের যন্ত্র নয়, বরং বাস্তবতার গঠনকারী শক্তি হিসেবে কাজ করে।

উপসংহার:

এই প্রবন্ধের আলোচনার ভিত্তিতে পুনরায় বলা যায় যে, ভাষা কেবল বাস্তবতাকে বর্ণনা করার মাধ্যম নয়, বরং বাস্তবতাকে গঠন ও নির্মাণ করার একটি শক্তিশালী উপাদান। উইটগেনস্টাইন ও ডেরিডা উভয়েই ভাষার নির্দিষ্ট, অপরিবর্তনীয় অর্থের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তাঁদের তত্ত্ব থেকে জানা যায়, ভাষার অর্থ নির্ধারিত হয় তার প্রয়োগ ও প্রসঙ্গের ওপর ভিত্তি করে এবং কোনো একক কেন্দ্রীয় অর্থ চিরকাল ধরে রাখা সম্ভব নয়। উইটগেনস্টাইনের ভাষা-খেলা ধারণা থেকে বোঝা যায়, অর্থ ভাষার ব্যবহার বা প্রয়োগের মধ্যেই নিহিত। অর্থাৎ, "অর্থ" কেবল অভিধান বা ব্যাকরণে লেখা সংজ্ঞা নয়, বরং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে, সংস্কৃতির মধ্যে, সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় কিভাবে শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে সেটির ওপর নির্ভর করে। তিনি বলেন, "The meaning of a word is its use in the language."[17] অন্যদিকে ডেরিডার "différance" ও "deconstruction" তত্ত্ব আমাদের দেখায় যে, ভাষা ও পাঠ সর্বদা অনির্দিষ্ট এবং অর্থ সর্বদা পিছিয়ে থাকে বা "deferred" হয়। ডেরিডা যুক্তি দেন, "There is nothing outside the text."[18] অর্থাৎ বাস্তবতা বা সত্য যা আমরা ভাবি তাও ভাষা দ্বারা নির্মিত— এটি আগে থেকে দেওয়া বা অপরিবর্তনীয় কিছু নয়।

এই দুই দার্শনিকের তত্ত্ব থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ উপসংহার পাওয়া যায়— যে ভাষা শুধু প্রতিফলন নয়, বরং তা নিজেই সত্য, পরিচয়, জ্ঞান এবং সমাজিক বাস্তবতাকে গড়ে তোলে। যেমন ডেরিডা দেখান, "Reality itself is structured by language," আর উইটগেনস্টাইন দেখান, ভাষা খেলার নিয়ম বুঝলেই আমরা একটি গোষ্ঠীর চিন্তা ও বাস্তবতার রূপরেখা বুঝতে পারি। এইভাবে, এই আলোচনার সারমর্ম হলো: ভাষা এমন এক জটিল সাংস্কৃতিক খেলা যার মাধ্যমে মানুষ অর্থ গঠন করে, ব্যাখ্যা করে এবং বাস্তবতা সৃষ্টি করে। এই উপলব্ধি আমাদেরকে সত্য, নৈতিকতা, রাজনীতি, সাহিত্য বা আইন— সবকিছু নতুনভাবে বোঝার সুযোগ দেয়। উইটগেনস্টাইন এবং ডেরিডা— উভয়েই প্রচলিত দার্শনিক ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে বাস্তবতা হলো একটি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় বস্তু এবং ভাষা সেই বাস্তবতাকে সরাসরি ও স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করতে পারে। তাঁরা দেখিয়েছেন, ভাষা কখনোই কেবল একটি নিরপেক্ষ মাধ্যম নয়, বরং বাস্তবতা গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, তারা দুজনেই ঐতিহ্যবাহী "representational theory of language" বা ভাষার প্রতিফলনমূলক ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন। উইটগেনস্টাইন তাঁর পরবর্তী দার্শনিক চিন্তায় বলেন, "শব্দের অর্থ তার ব্যবহারেই নিহিত"। এর মাধ্যমে তিনি দেখান, ভাষা এমন নয় যে তা কোনো নির্দিষ্ট বাস্তবতার সরাসরি প্রতিবিম্ব, বরং ভাষার অর্থ নির্ধারিত হয় তার প্রাসঙ্গিক প্রয়োগ ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে। ফলে বাস্তবতা 'নির্ধারিত' নয়, বরং ভাষার খেলার মাধ্যমে তা ক্রমাগত নির্মিত হয়। ডেরিডা আরও একধাপ এগিয়ে বলেন, ভাষা সবসময় অর্থকে বিলম্বিত করে এবং একক, নির্ভুল অর্থে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

উইটগেনস্টাইন এবং ডেরিডা— এই দুই দার্শনিকের ভাষা-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি পোস্টমডার্ন যুক্তিতে সমর্থন করে যে ভাষাই আমাদের অভিজ্ঞ জগত বা বাস্তবতাকে নির্মাণ করে। পোস্টমডার্ন মত অনুযায়ী, বাস্তবতা কোনো পূর্বনির্ধারিত,

---

[16] The Archaeology of Knowledge, p.54
[17] Philosophical Investigations, p.43
[18] Of Grammatology, p.158

একক, সর্বজনগ্রাহ্য সত্য নয়— বরং ভাষার মাধ্যমে নির্মিত একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক কাঠামো। পোস্টমডার্ন তাত্ত্বিক Jean Baudrillard-এর ভাষায়, "The real is no longer what it used to be; it is only a simulation"— এই বক্তব্য ডেরিডা ও উইটগেনস্টাইনের ভাবনার সাথে মিলে যায় যেখানে ভাষাই বাস্তবতার ছাঁচ তৈরি করে। সুতরাং, উইটগেনস্টাইন এবং ডেরিডা দুজনেই দেখান, ভাষা একটি সক্রিয় শক্তি যা আমাদের অভিজ্ঞতাকে, আমাদের বিশ্বাসকে এবং বাস্তবতার গঠনকে নির্ধারণ করে। এ কারণেই তাদের চিন্তাধারা পোস্টমডার্ন দাবিকে শক্তিশালী ভিত্তি দেয়— যেখানে বলা হয় যে, 'বাস্তবতা' এক ধরণের ভাষা-নির্মিত জগৎ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

1. Wittgenstein, Ludwig. *Philosophical Investigations*. Translated by G. E. M. Anscombe, Basil Blackwell, 1953.
2. Derrida, Jacques. *Of Grammatology*. Translated by Gayatri Chakravorty Spivak, Johns Hopkins University Press, 1976.
3. Derrida, Jacques. *Writing and Difference*. Translated by Alan Bass, Routledge, 1978.
4. Derrida, Jacques. *Margins of Philosophy*. Translated by Alan Bass, University of Chicago Press, 1982.
5. Derrida, Jacques. "Force of Law: The Mystical Foundation of Authority." *Acts of Religion*, edited by Gil Anidjar, Routledge, 2002.
6. Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Translated by Alan Sheridan, Vintage Books, 1977.
7. Foucault, Michel. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*. Edited by Colin Gordon, Pantheon Books, 1980.
8. Foucault, Michel. *The Archaeology of Knowledge*. Translated by A. M. Sheridan Smith, Routledge, 2002.
9. Lyotard, Jean-François. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Translated by Geoff Bennington and Brian Massumi, University of Minnesota Press, 1984.
10. Barthes, Roland. *Image-Music-Text*. Translated by Stephen Heath, Hill and Wang, 1977.
11. Baudrillard, Jean. *Simulacra and Simulation*. Translated by Sheila Faria Glaser, University of Michigan Press, 1994.
12. Culler, Jonathan. *On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism*. Cornell University Press, 1982.
13. Nancy, Jean-Luc. *The Birth to Presence*. Translated by Brian Holmes et al., Stanford University Press, 1993.